দামুড়হুদায় ২০ পিস ইয়াবাসহ চার মাদকসেবী গ্রেপ্তার

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদায় নিয়মিত মাদকবিরোধী অভিযানের অংশ হিসেবে বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে চারজন মাদকসেবীকে গ্রেপ্তার করেছে দামুড়হুদা মডেল থানার পুলিশ। এ সময় তাদের কাছ থেকে ২০ পিস ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার করা হয়।

গতকাল বুধবার বেলা ১২টার দিকে দামুড়হুদা সদরের দশমীপাড়ায় মৃত আবুল কালামের ছেলে জহুরুল ইসলামের বাড়ির একটি কক্ষ থেকে তাদের গ্রেপ্তার করা হয়।

গ্রেপ্তারকৃতরা হলেন দামুড়হুদা দশমীপাড়ার আব্দুল কুদ্দুসের ছেলে জাকির হোসেন (৩৫), ফিরোজ আলীর ছেলে আব্বাস আলী (৪২), মৃত আবুল কালামের ছেলে জহুরুল ইসলাম (৪০) এবং শফিউল কবীর ইউসুফের ছেলে রাসেল রানা (৩৫)।

অভিযান শেষে গ্রেপ্তারকৃতদের থানায় নিয়ে এসে তাদের বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা রুজু করা হয়েছে। পুলিশ জানায়, মাদক সেবনরত অবস্থায় তাদের গ্রেপ্তার করা হয়। মাদকের বিরুদ্ধে এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে এবং এলাকায় মাদক নির্মূলে থানা পুলিশ কঠোর অবস্থানে রয়েছে।

এ বিষয়ে দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ শেখ মেসবাহ্ উদ্দিন বলেন, “মাদকবিরোধী অভিযানে ইয়াবাসহ চারজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করা হয়েছে এবং আজ আসামিদের বিজ্ঞ আদালতে সোপর্দ করা হবে।”

গাংনীতে ভ্রাম্যমাণ আদালতে

মাদকসেবীর জেল-জরিমানা

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার বাওট গ্রামে ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযানে বেদ আলী (৫০) নামের এক মাদকসেবীকে সাত দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ড ও ২০০ টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ১০টার দিকে ভ্রাম্যমাণ আদালতের নির্বাহী হাকিম ও গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার আনোয়ার হোসেন এ দণ্ড প্রদান করেন। দণ্ডপ্রাপ্ত বেদ আলী বাওট গ্রামের মোল্লাপাড়ার মৃত করিম মণ্ডলের ছেলে।

ভ্রাম্যমাণ আদালত সূত্র জানায়, বেদ আলী নিজ বাড়িতে মাদক সেবন করছে এমন গোপন সংবাদের ভিত্তিতে মেহেরপুর জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের একটি টিম সেখানে অভিযান চালায়। অভিযানে এক পুরিয়া গাঁজা ও গাঁজা সেবনের সরঞ্জাম উদ্ধার করা হয়।

পরে ভ্রাম্যমাণ আদালত বসিয়ে অপরাধ প্রমাণিত হওয়ায় তাকে সাত দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করা হয়। একই সঙ্গে ২০০ টাকা জরিমানা করা হয়। সাজাপ্রাপ্ত বেদ আলীকে তাৎক্ষণিকভাবে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

আলমডাঙ্গায় পুলিশের অভিযানে মাদকসহ একজন গ্রেপ্তার

আলমডাঙ্গা থানা পুলিশের মাদকবিরোধী অভিযানে ২০ (বিশ) পিস ট্যাপেন্ডাডল ট্যাবলেটসহ একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

আলমডাঙ্গা থানার এসআই (নি.) মোঃ হাবিবুর রহমান সঙ্গীয় অফিসার ও ফোর্সসহ থানা এলাকায় বিশেষ অভিযান পরিচালনা করেন।

গত রবিবার রাত ৮টার দিকে আলমডাঙ্গার ডাউকি ইউনিয়নের বাদেমাজু গ্রামের মোঃ রবিউল ইসলামের বসতবাড়ির সামনে পাকা রাস্তার ওপর থেকে রিয়াজ মালিথার ছেলে মোঃ রাজিব মালিথাকে (২৭) ২০ পিস

ট্যাপেন্ডাডল ট্যাবলেটসহ গ্রেপ্তার করা হয়।

গ্রেপ্তারকৃত আসামি রাজিবের বিরুদ্ধে আলমডাঙ্গা থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা রুজু করা হয়েছে।

আলমডাঙ্গায় মাদকসহ নারী মাদক ব্যবসায়ী আটক

আলমডাঙ্গায় ৪০ পিস ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেটসহ এক নারী মাদক কারবারিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

আলমডাঙ্গা উপজেলার গোবিন্দপুর মাঠপাড়া এলাকায় অভিযান চালিয়ে ৪০ পিস ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেটসহ মমতাজ বেগম (৩০) নামে এক নারী মাদক কারবারিকে গ্রেপ্তার করেছে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর (ডিএনসি)।

গতকাল রোববার রাত ৮টায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, চুয়াডাঙ্গা জেলা কার্যালয়ের একটি বিশেষ টিম গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গোবিন্দপুর গ্রামে এ অভিযান পরিচালনা করে।

অভিযানের সময় সন্দেহভাজন হিসেবে মমতাজ বেগমকে আটক করা হলে তার কাছ থেকে ৪০ পিস নিষিদ্ধ ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেট উদ্ধার করা হয়। গ্রেপ্তার মমতাজ বেগম আলমডাঙ্গা উপজেলার গোবিন্দপুর গ্রামের বাসিন্দা এবং তারেক রহমানের স্ত্রী বলে জানিয়েছে সংশ্লিষ্ট সূত্র।

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর সূত্রে জানা যায়, দীর্ঘদিন ধরে ওই এলাকায় গোপনে মাদক কেনাবেচার অভিযোগ ছিল। স্থানীয়ভাবে মাদক সরবরাহের একটি ছোট নেটওয়ার্ক সক্রিয় রয়েছে—এমন তথ্যের ভিত্তিতেই নজরদারি বাড়ানো হয়। এরই ধারাবাহিকতায় অভিযান চালিয়ে তাকে হাতেনাতে আটক করা সম্ভব হয়।

অভিযান সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা জানান, ট্যাপেন্টাডল একটি শক্তিশালী ব্যথানাশক ওষুধ হলেও অপব্যবহারের কারণে এটি মাদক

হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। সম্প্রতি এলাকায় এর অবৈধ বেচাকেনা বৃদ্ধি পাওয়ায় নিয়মিত অভিযান জোরদার করা হয়েছে।

এ ঘটনায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দায়েরের প্রস্তুতি চলছে এবং গ্রেপ্তারকৃত আসামিকে আদালতের মাধ্যমে জেলহাজতে পাঠানোর প্রক্রিয়া গ্রহণ করা হয়েছে বলে জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ।

স্থানীয় সচেতন মহল মাদকবিরোধী এ ধরনের অভিযান অব্যাহত রাখার দাবি জানিয়েছেন। তাদের মতে, যুবসমাজকে মাদকের ভয়াল থাবা থেকে রক্ষা করতে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর নিয়মিত তৎপরতা অত্যন্ত জরুরি।

আলমডাঙ্গায় মাদকসহ এক যুবক গ্রেপ্তার

আলমডাঙ্গা থানা পুলিশের মাদকবিরোধী অভিযানে ২০ পিস ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেটসহ ফয়সাল নামে এক যুবককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

সোমবার দিবাগত রাত ২টার দিকে এ অভিযান পরিচালনা করা হয়। আলমডাঙ্গা থানার এসআই (নিঃ) মো. বাবলু খান সঙ্গীয় ফোর্সসহ বিশেষ মাদকবিরোধী ডিউটি চলাকালে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে আলমডাঙ্গা থানাধীন বাড়াদী ইউনিয়নের নতিডাঙ্গা এলাকায় অভিযান পরিচালনা করেন।

এ সময় নতিডাঙ্গা বাজার থেকে ফিরোজ খানের ছেলে মো. ফয়সাল আহম্মদকে তার বসতবাড়ির সামনে পাকা রাস্তার ওপর থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। তার কাছ থেকে ২০ (বিশ) পিস ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেট উদ্ধার করা হয়।

গ্রেপ্তার আসামির বিরুদ্ধে আলমডাঙ্গা থানায় মামলা নং-১৯, তারিখ: ২৩/০২/২০২৬ খ্রি., ধারা: ২০১৮ সালের মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন ৩৬(১) সারণির ২৯(ক) অনুযায়ী মামলা রুজু করা হয়েছে।

আলমডাঙ্গায় মাদকসহ তিনজন গ্রেফতার

আলমডাঙ্গা থানা পুলিশের মাদকবিরোধী অভিযানে ৫৫ গ্রাম গাঁজাসহ তিনজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। গত শনিবার রাত ৯টার সময় এই অভিযান পরিচালনা করা হয়।

আলমডাঙ্গা মুন্সিগঞ্জ পুলিশ ক্যাম্পের এসআই(নিঃ) মোঃ তাইজুল ইসলাম ও সংগীয় অফিসার ফোর্সসহ থানা এলাকায় অভিযান চালান।

গ্রেফতারকৃতরা হলেন কৃষ্ণপুর গ্রামের তোফায়েল হকের ছেলে মোঃ মানিক হোসেন (২২), একই গ্রামের বদর উদ্দিনের ছেলে মনজুরুল ইসলাম এবং খুদিয়াখালি গ্রামের আরমান আলির ছেলে ইয়াছিন আলি।

তাদের কাছ থেকে ৫৫ গ্রাম গাঁজা উদ্ধার করা হয়। উদ্ধারকৃত আলামত ২১/০২/২০২৬ তারিখে জব্দ তালিকায় নথিভুক্ত করা হয়েছে।

গ্রেফতারকৃতদের বিরুদ্ধে আলমডাঙ্গা থানার মামলা নং-১৭, তারিখ ২২/০২/২০২৬, ধারা মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন ২০১৮-এর ৩৬(১) সারণি ১৯(ক)/৪১ অনুযায়ী মামলা রুজু করা হয়েছে।

আলমডাঙ্গার বেলগাছী-কেদারনগরে মাদকের রমরমা বাণিজ্য, ঝুঁকিতে যুবসমাজ

আলমডাঙ্গা উপজেলার বেলগাছী ও কেদারনগর গ্রামে মাদকদ্রব্যের বিস্তার উদ্বেগজনক আকার ধারণ করেছে। চার ব্যক্তির বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে মাদক বিক্রির অভিযোগ উঠেছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, আগে পাঁচজনের একটি চক্র এ ব্যবসার সঙ্গে জড়িত ছিল। তাদের মধ্যে জাহাঙ্গীরকে সম্প্রতি পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। তবে বাকি চারজন এখনও প্রকাশ্যে মাদক বিক্রি চালিয়ে যাচ্ছে বলে অভিযোগ রয়েছে।

অভিযুক্তরা হলেন বেলগাছী বাগানপাড়ার মৃত সাহেব আলীর ছেলে ওল্টু (৩০), কেদারনগর পশ্চিমপাড়ার মো. হালিমের ছেলে রাজা (২৫), মাঝেরপাড়ার বাটপার সরদারের ছেলে রাজ্জাক (৩০) এবং গঙ্গার ছেলে আলী হোসেন (৩৫)। তারা সবাই একই এলাকার বাসিন্দা।

গ্রামবাসীরা জানান, একজন গ্রেপ্তার হওয়ার পরও অন্যরা নির্ভয়ে ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে। রমজান মাসেও সন্ধ্যার পর বিভিন্ন স্থানে মাদক কেনাবেচা হচ্ছে বলে অভিযোগ রয়েছে। এর ফলে কিশোর ও তরুণদের মধ্যে নেশার প্রবণতা বাড়ছে এবং এলাকার সামাজিক পরিবেশ বিঘ্নিত হচ্ছে। ছোটখাটো চুরি ও ঝামেলার ঘটনাও বাড়ছে বলে দাবি স্থানীয়দের।

এলাকাবাসীর আশঙ্কা, দ্রুত কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া না হলে পরিস্থিতি আরও অবনতির দিকে যেতে পারে। সচেতন মহল মনে করছে, মাদক বিক্রির স্থানগুলো চিহ্নিত করে নিয়মিত অভিযান পরিচালনা এবং পুরো চক্রকে আইনের আওতায় আনা জরুরি। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে দ্রুত তদন্ত জোরদার ও কঠোর আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন স্থানীয়রা।

আলমডাঙ্গায় পুলিশের অভিযানে মাদকসহ একজন গ্রেফতার

আলমডাঙ্গা থানার মাদক বিরোধী অভিযানে ৪০ পিচ ট্যাপেন্ডাডল ট্যাবলেটসহ মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন (৪০) নামে এক যুবককে গ্রেফতার করা হয়েছে।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, আলমডাঙ্গা থানার এসআই (নিঃ) মোঃ জাহাঙ্গীর আলমের নেতৃত্বে মুন্সিগঞ্জ পুলিশ ক্যাম্পসহ থানা

এলাকার একটি বিশেষ অভিযানে গত বুধবার রাত ১১টার দিকে কেদারনগর গ্রামের লালটু হোসেনের ছেলে মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেনকে তার বসত বাড়ির সামনে পাকা রাস্তার উপর থেকে আটক করা হয়। তল্লাশিকালে তার কাছ থেকে ৪০ পিচ ট্যাপেন্ডাডল ট্যাবলেট উদ্ধার করা হয়েছে।

গ্রেফতারকৃত আসামীর বিরুদ্ধে আলমডাঙ্গা থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮, ধারা ৩৬(১) সারণি ২৯(ক) অনুযায়ী মামলা রুজু করা হয়েছে। এছাড়াও সিডিএমএস পর্যালোচনায় দেখা গেছে, আসামীর বিরুদ্ধে আরও ৬টি মামলা রয়েছে।

জীবননগর সীমান্তে বিএসএফের হাতে মাদকসহ দুই বাংলাদেশি আটক

চুয়াডাঙ্গার জীবননগর সীমান্ত দিয়ে অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশ করে মাদক সংগ্রহের সময় ভারতের ৫০ গজ অভ্যন্তরে দুই বাংলাদেশিকে আটক করেছে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফ।

গতকাল শনিবার ভোরে এ ঘটনা ঘটে। আটক ব্যক্তিরা হলেন, জীবননগর উপজেলার মনোহরপুর ইউনিয়নের রাজাপুর গ্রামের মো. সন্তো হোসেনের ছেলে মো. রকো হোসেন (৩৫) ওরফে রকো এবং মো. খোদাবকশের (খুদু) ছেলে মো. রাশিদুল ইসলাম (৩৬) ওরফে দুলি।

স্থানীয় সূত্র জানায়, আটক রকো ও দুলি দু’জনই মাদক ব্যবসায়ী। তারা দীর্ঘদিন ধরে মাদক পাচারের সঙ্গে জড়িত। তারা জীবননগর উপজেলার মাধপখালী সীমান্তের কাঁটাতারের বেড়া কেটে ভারতে প্রবেশ করে মাদক সংগ্রহের চেষ্টা করছিলেন। এ সময় ভারতের বিএসএফ সদস্যরা তাদেরকে আটক করে।

ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফের বরাত দিয়ে ঘটনাটি নিশ্চিত করে বিজিবির মহেশপুর ব্যাটালিয়নের (৫৮ বিজিবি) অধিনায়ক লে. কর্নেল রফিকুল আলম পিএসসি জানান, ভারতের অভ্যন্তরে মাদকসহ দুই বাংলাদেশি আটক হওয়ার পর বিএসএফের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছে। বিএসএফ জানিয়েছে আটক দু’জন মাদকসহ ধরা পড়ার কারণে তাদেরকে

ভারতীয় পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হবে।

হরিণাকুণ্ডুতে দেশীয় অস্ত্র ও বিপুল পরিমাণ মাদকসহ নারী গ্রেফতার

ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডুতে মাদক ও বিপুল সংখ্যক দেশীয় অস্ত্রসহ তাছলিমা আক্তার(৩৫) নামে এক নারীকে গ্রেফতার করেছে র্যাব-৬। গ্তকাল বুধবার রাত ১টার দিকে হরিণাকুন্ড পৌরসভার চটকাবাড়িয়া গ্রামের নিজ বাড়ী থেকে তাকে আটক করা হয়। হরিণাকুণ্ডু থানার ওসি (তদন্ত) অসিত কুমার রায় এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

গ্রেফতারকৃত তাছলিমা আক্তার ওই গ্রামের হোসেন আলীর স্ত্রী। র্যাব-৬ এর কম্পানী কমান্ডার এএসপি মেহেদী ইমরান সিদ্দিকী জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে বুধবার দিবাগত রাত ১টার দিকে হরিণাকুণ্ডু পৌরসভার চটকাবাড়িয়া গ্রামের চিহ্নিত মাদক কারবারী হোসেন আলীর বাড়িতে অভিযান চালানো হয়। হোসেন আলী ওই গ্রামের আব্দুল আজিজের ছেলে।

এ সময় দুই কেজি গাঁজা ও ৮টি রাম দা-সহ বিপুল পরিমাণ দেশীয় অস্ত্রসহ তাছলিমা আক্তারকে গ্রেফতার করে র্যাব-৬।
র্যাবের কর্মকর্তা আরও বলেন, এ ঘটনায় মূল অভিযুক্ত হোসেন আলী পলাতক রয়েছেন। সে এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে মাদকের ব্যবসা পরিচালনা করে আসছিল।

পলাতক আসামীকে গ্রেফতারের জন্য অভিযান চলমান রয়েছে। এ ঘটনায় স্থানীয় থানায় মামলা করা হয়েছে।

হরিণাকুণ্ডু থানার ওসি (তদন্ত) অসিত কুমার রায় বলেন, র্যাব-৬ এর পক্ষ থেকে হরিণাকুণ্ডু থানায় একটি অভিযোগ দায়ের হয়েছে। অভিযোগের প্রেক্ষিতে গ্রেফতার নারীকে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।